সংবাদ

তারিখ ... 31.10.83 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 4 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নোট বই প্রসঙ্গে

২৪-৯-৮৩ তারিখের দৈনিক 'সংবাদ'-এ একটি চিঠি প্রকাশ না করে পত্র প্রেরকের প্রতি আপনাদের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, নোট বইয়ের "বিকল্প হিসেবে ক্লাসে শিক্ষকরা যদি সঠিক ভাবে পড়ান তবে সেটাই হবে মঙ্গলজনক।" এ প্রত্যাশা আমাদেরও, নিঃসন্দেহে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদেরও। কিন্তু তবু দ্বিধা আছে, আছে সন্দেহ যদি সঠিকভাবে না পড়ান তাহলে ? এ চিঠি না লিখলেও চলতো, কিন্তু এই যে সঠিকভাবে পড়ানোর কথা বলেছেন, সে কারণেই এ চিঠি। এ প্রসঙ্গে আমারও দু'একটি কথা বলার আছে।

ব্যবসায়ী প্রকাশকরা নোটবই প্রকাশ করেন ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে। অন্য কোন সদিচ্ছা সেখানে থাকার কথা নয়। ছাত্ররা সে নোট-বই কিংবা মুখস্থ করে কিংবা নকল করে পাস করে--সেও বড় পুরানো কথা। কিন্তু যে শিক্ষক সঠিকভাবে পড়াবেন বলে সবাই প্রত্যাশা করেন, তিনিও যদি নোটবই পড়ে ক্লাসে গিয়ে ঢোকেন, তাহলে সে প্রত্যাশা কতখানি ফলপ্রসূ হবে ?

রাজধানীতে কি ব্যাপার জানি না ; তবে মফস্বল এলাকার স্কুলগুলোতে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই আছেন, যারা নোটবই পড়ে, এমন কি মুখস্থ করে ক্লাসে পড়াতে যান। বিশেষ করে যারা ইংরেজী পড়ান, তাঁরা এ ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য কারণও ব্যক্ত করেন। তাদের মতে আজকালকার বইগুলো এতোই 'টাফ' যে, নোট বই ছাড়া তা পড়ানোর কোন উপায় নেই। অবশ্য তারা একথাও বলেন যে, তারা নিজেরা একটু-আধটু নোট বইয়ের 'সাহায্য' নিলেও, ছাত্রদের নোট বই পড়তে নিষেধ করেন। প্রসংগত: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি ঘটনাও বলছি।

গত বছর অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ আগে থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বছর শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই জনৈক ছাত্রের নিকট ইংরেজী সাহিত্যের নোট বই দেখে তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করি। জবাবে ছাত্রটি জানালো জনৈক শিক্ষকের নিকট থেকে সে বত্রিশ টাকা দিয়ে বইটি কিনেছে। উক্ত শিক্ষক নাকি দশ কপি বই খুব কষ্ট করে ঢাকা থেকে বেশী দামে কিনে এনেছেন। এখনতো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যেকোন নোট বই, যেকোন বইয়ের দোকানেই পাওয়া যায়। মফস্বল এলাকায় এসব বই বিক্রি করছে কারা ? ব্যবসায়ীরা ? না মফস্বল এলাকায় অধিকাংশ বই ব্যবসায়ীর পেশা ব্যবসা নয়--শিক্ষকতা। শিক্ষকতার সাথে সাথে তারা বইয়ের ব্যবসা করে মাত্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বল্পবিত্ত বেতনের শিক্ষক অন্য একটা কিছু না করলে চলবে কি করে ? কিন্তু শিক্ষকতায় কোন কালেই আর্থিক সুবিধার উপায় ছিল না। পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম লাগিয়ে এককালে জমিদার বাড়ীর 'ছোট-বড় বাবুরা কিংবা মেয়ের জামাই শিক্ষকতা করেছেন বটে, কিন্তু পরিচয় তাদের শিক্ষক হিসেবে ছিলনা--ছিল জমিদার বাড়ীর সম্পর্কেই। আবহমান কাল ধরে জীর্ণ-ছিন্ন পোশাক পরিহিত লক্ষ্মীর সৎপুত্রেরাই আমাদের দেশে শিক্ষক হিসেবে সম্মান কিংবা করুণা লাভ করেছেন।

আরো একটি ব্যাপার আছে। মফস্বল এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা সারা বছর জুড়ে গৃহশিক্ষক রেখে 'লেখাপড়া করার সৌভাগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ঘরের যারা, তারা পরীক্ষার দু'চার মাস আগে গৃহ শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। সে সব গৃহশিক্ষকদের প্রায় সবাই স্কুল কিংবা কলেজের শিক্ষক। গ্রামের অভিভাবকদের প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক 'রাখার' সামর্থ নেই। কাজেই একজন শিক্ষককেই বেবাক বিষয়ে 'প্রাইভেট' পড়াতে হয়। যদি প্রশ্ন উঠে, কোন যাদু বলে তিনি এ কাজ করেন, তাহলে জবাব একটাই। সে হলো নোট বই। ছাত্রের মতো অনেক শিক্ষকই বছরের শুরুতে নোট বই কিনে পত্রিকা বা অন্য কোন কাগজে মোড়ক বেঁধে নিয়ে যান।

শিক্ষক নোট বই পড়ে পড়াচ্ছেন, ছাত্ররা নোট বই মুখস্থ করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করছে। ব্যবসা কি প্রকাশকরাই শুধু করছে ? ক্রেতা বিক্রেতা কি ছাত্র শিক্ষকরাও নয় ? শিক্ষকতা তো এখন কোন মহৎ সাধনার ব্যাপার নয়--অন্য দশটা চাকরির মতোই শ্রেফ চাকরি। কিংবা ব্যবসা। শিক্ষা বিক্রি করছেন নোটবই পড়ে, ক্লাসে কিংবা প্রাইভেট' পড়িয়ে।

ছাত্ররাও সে শিক্ষা কিনছে বড্ড প্রয়োজনে। না কিনে উপায় কি ? সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে না ? আলাদা মূর্তি গড়ে তুলতে হবে না ? প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে না ? প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির প্রয়োজন কি নেই ? জ্ঞানী হওয়া, চরিত্রবান থাকা ইত্যাদি গুলো হলো উপদেশ--শিক্ষা নয়। রূপকথার মতোই উপকথা। জীবনে এসবের বড় বেশী প্রয়োজন পড়ে না। অন্তত: ভদ্র ভাবে বেঁচে থেকে ভদ্রলোক হওয়া বলতে যা বুঝায়, তাতে এসব শ্রেফ উপহাস মাত্র। তারা তো অন্ধ নয়। সমাজের চেহারা কি তারা দেখছে না ? এতো বেশী অবাঞ্ছিত ব্যক্তি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে, যার জন্য আমি বিশ্বাস করি, কিংবা পোষণ করি সন্দেহ যে, সঠিক ভাবে পড়ানোর প্রত্যাশা করা বোধ হয় এখন আর সঠিক হবে না। যদি হতো তা হলে তা সত্যিই হতো মঙ্গলজনক।

--মোস্তফা কামাল
সহকারী শিক্ষক,
তারাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়
নালিতাবাড়ী, জামালপুর।